Edit with WPS Office

Study Material for B.A,Sem-II, History(General)

আজীবিক ধর্ম:

প্রতিবাদী ধর্ম হিসেবে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মে প্রধান হলেও এই দুটি ধর্মসম্প্রদায়ের অল্পকাল আগে অনুরূপ আরেকটি সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছিল। প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে এটি আজীবিক সম্প্রদায় নামে পরিচিত। বলা যেতে পারে যে প্রতিবাদী ধর্মসম্প্রদায়গুলির মধ্যে আজীবিক সম্প্রদায় প্রাচীনতম। আজীবিক সম্প্রদায়ের ইতিহাস খুব বেশি জানা যায় না। বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থমালায় তাদের সম্বন্ধে যে সমস্ত মন্তব্য ও উক্তি আছে তার মাধ্যমেই আমরা আজীবিক সম্প্রদায়ের কথা জানতে পারি। অত্যন্ত অল্প পরিমাণ আকর তথ্যের নিপুন প্রয়োগ করে আজীবিক সম্প্রদায়ের ইতিহাস উদ্ভাসিত করেছিলেন এ এল ব্যশাম। খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে রচিত পতঞ্জলির মহাভাষ্যয় এদের উল্লেখ আছে। খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে রচিত মিলিন্দ অপরাহ্ন গ্রন্থে আজীবিকদের উল্লেখ পাওয়া যায়। বাণভট্টের হর্ষচরিতও তাই।

আজীবিক মতের প্রধান ও প্রসিদ্ধতম প্রবক্তা ছিলেন মংখলি পুত্র গোশাল, পালি সাহিত্যে তার পরিচয় মকংখলি গোশাল হিসেবে। তার জীবন কাহিনী সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। সামান্য একটি পরিবারে তার জন্ম হয়েছিল। তার পিতা পেশায় ছিলেন মংখ বা চারণ কবি/ চিত্রকর। গোশাল তার সাংসারিক জীবনে পৈত্রিক বৃত্তি কিছুকাল অনুসরণ করলেও পরে সংসার ত্যাগ করেন। কি কারণে তিনি সংসার ত্যাগ করলেন, তা জানা যায় না। জৈন গ্রন্থে বলা হয়েছে যে মহাবীর তাঁর সন্ন্যাস জীবনে এর তৃতীয় বর্ষে গোশালের সাক্ষাৎ পান এবং ছয় বছর তার সঙ্গে ছিলেন। পরে দুই সাধকের মধ্যে ব্যাপক মতপার্থক্য দেখা দেয় এবং মহাবীর গোশালের সঙ্গে সংস্রব ছেদ করেন। গৌতম বুদ্ধ মৃত্যুর অল্পকাল আগে, খ্রিস্টপূর্ব ৪৮৪ অব্দে তার মৃত্যু হয়েছিল। গোশাল নিজেকে তীর্থঙ্কর বলে ঘোষণাও করেছিলেন।

গোশাল আজীবিক মতের শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা হলেও বৌদ্ধ সাহিত্যে তাঁর আরও দুই পূর্বসূরীর নাম পাওয়া যায়-- নন্দ বাচ্ছ ও কিস সংকিচ্ছ। দক্ষিণ ভারতের বৌদ্ধ ঐতিহ্য অনুযায়ী বুদ্ধদেবের সমকালীন অপর দুই আজীবিক পন্থী ছিলেন পূরণ কসস ও পকুধ কচ্চায়ন।

আজীবিক ধর্ম পুরোপুরি নাস্তিক্যবাদী। তারা কঠোর অদৃষ্টবাদে বিশ্বাস করতেন। মানুষ সৎ কাজ অথবা কঠোর পরিশ্রমের দ্বারা তার ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করতে পারে-- এই মতবাদে তারা আদৌ বিশ্বাসী ছিলেন না। তারা মনে করতেন পৃথিবীর সবকিছু আগে থেকে নিয়তি দ্বারা নির্দিষ্ট হয়ে আছে। এমনকি মানুষের সাধারণ কাজকর্মও এর বাইরে নয়। সুতরাং একদিক থেকে মানুষ খুবই অসহায়। এরা মনে করেন, যতক্ষণ না নিয়তি তাকে অন্তিম পর্যায়ে নিয়ে যায়, ততক্ষণ পুনর্জন্মের ক্রিয়া নির্দিষ্ট পথেই চলে। সব মানুষকেই দুঃখের হাত থেকে পরিত্রান পেতে হলে, তার আগে ৮৪০০০০০ জন্ম অতিক্রম করতে হবে। এ বিষয়ে জ্ঞানী মূর্খের মধ্যে কোনো ভেদ নেই। তারা আরো মনে করতেন যে তাদের কঠোর তপশ্চর্যা নিয়তির অভিপ্রেত। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, আজীবিকদের ধর্মগ্রন্থ কিছু পাওয়া যায়নি। সুতরাং এ সম্পর্কে যা কিছু ধারনা, তা তাদের শত্রুপক্ষ বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্য থেকে সংগৃহীত।

Edit with WPS Office

প্রথমদিকে আজীবিকদের প্রধান কর্মকেন্দ্র ছিল অবন্তী ও অঙ্গের মধ্যবর্তী অঞ্চল। পরে মৌর্য সম্রাট অশোক এবং তার পৌত্র দশরথ এই ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতার করেন। অশোকের লেখ তে আজীবিক দের জন্য মূল্যবান দান এর উল্লেখ আছে। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সমালোচনার জন্য আজ আজীবিকগন খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর এবং খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। গোশালের শ্রেণি কাঠামো সমালোচনা এবং কর্মফল বাদের নতুন ব্যাখ্যা নিম্ন শ্রেণীর মানুষের এবং সদ্য ধনীদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল। এই ধর্মের আপাত সারল্যও একে জনপ্রিয় করেছিল। এমনও অনুমান করা হয় যে প্রথম দিকে হয়তো বৌদ্ধদের তুলনায় আজীবিক দের সংখ্যা বেশি ছিল। বায়ু পূরণে বলা হয়েছে যে এদের অনুচরদের মধ্যে শূদ্র এবং অস্পৃশ্যরাও ছিল।

সাধারণভাবে বৌদ্ধ ও জৈনরা, বিশেষভাবে বৌদ্ধরা, আজীবিক দের বিরোধিতা করেছিল। প্রথম দিকে এই বিরোধ তত্ত্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও সর্বদা তা থাকেনি। অনেক সময় তা প্রত্যক্ষ সংগ্রামে পরিণত হয়েছে। এই যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত বৌদ্ধ ধর্ম বিজয়ী হয়েছে, আজীবিক ধর্ম হয়নি। এর কারণও ছিল। আজীবিক দের শিক্ষা ছিল বড় বেশি একপেশে। তাঁরা ব্রাহ্মণ্য মতাবাদ প্রত্যাখ্যান করেছিল, কিন্তু তার পরিবর্তে, তৎকালীন মানুষের সমস্যার সমাধানের জন্য কোন স্পষ্ট এবং নিশ্চিত মতবাদ প্রচার করতে পারেনি। এখানেই বৌদ্ধ ধর্মের জিৎ হয়েছিল। সর্বব্যাপী অদৃষ্টবাদ অন্য সব সমস্যা থেকে তাদের দৃষ্টিকে আড়াল করে রেখেছিল। হিন্দু ধর্মের সবকিছু আত্মস্থ করার প্রবল ক্ষমতাও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। সম্ভবত খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতকে নবজাগ্রত বৈষ্ণব ধর্মের মধ্যে এই ধর্ম বিলীন হয়ে গিয়েছিল।